...

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়
রংপুর বিভাগ, রংপুর।
সাধারণ শাখা

সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholder) অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ২য় ত্রৈমাসিক সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	মো: হাবিবুর রহমান বিভাগীয় কমিশনার
সভার তারিখ	০৩.১২.২০২৩ খ্রিঃ।
সভার সময়	সকাল ১০:০০ ঘটিকা।
স্থান	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, রৌমারী, কুড়িগ্রাম এঁর সম্মেলন কক্ষ।
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট "ক"।

সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholder) অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কাজ শুরু করেন। তিনি বলেন, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অংশ হিসেবে বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রংপুরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার ১.৩ সূচক অনুযায়ী সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholder) অংশগ্রহণে ত্রৈমাসিক সভা আহবানের বিষয়টি অর্ন্তভূক্ত রয়েছে। সভাপতি বলেন সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জবাবদিহিতামূলক সেবা প্রদান নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সেবা সহজীকরণ ও জনসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল সেবা অনলাইন সিস্টেমের আওতায় আনা প্রয়োজন। সভাপতি সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত এ কার্যালয় ও আওতাধীন জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের প্রদত্ত সেবার ক্ষেত্রে সেবা গ্রহীতাগণ কি ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছেন সে বিষয়ে সভায় উপস্থিত সকলকে সুচিন্তিত ও গঠনমূলক মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন। তিনি বলেন সরকার স্ব স্ব দপ্তরের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি দৃশ্যমান, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে প্রকাশযোগ্য তথ্য ওয়েব পোর্টালে আপলোড ও ওয়েবপোর্টাল হালনাগাদ করার বিষয়টি বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর আওতায় এনেছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী ও সরকারি প্রতিষ্ঠানই নয় বরং সকল অফিস বিশেষ করে বেসরকারি এনজিও, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদসহ সকল স্তরের সেবা গ্রহীতা ও সেবাদাতাদের এগিয়ে আসতে হবে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত সরকারের গৃহীত কর্মসূচিগুলো যথাযথ ও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন আবশ্যক মর্মে সকল সদস্য সভায় গুরুত্ব প্রকাশ করেন।

জনাব মো: শওকত আলী সাধারণ সম্পাদক, উপজেলা প্রেসক্লাব, রৌমারী বলেন বিভিন্ন ভাবে মানুষকে সেবা প্রদান করা যায় । সরকারি -বেসরকারি সকল পর্যায় থেকে সেবা প্রদান করা যায়। সেবা প্রার্থীদের এই পর্যায়ে আনলে আরো প্রচার হবে। সরকারি সেবা পাওয়ার জন্য বিভিন্ন দপ্তরে মধ্যস্বত্বভোগী কিছু অসাধু মানুষের জন্য সরকারি সেবা সাধারণ জনগণ পেলেও কিছু ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। তাই এই ধরনের অসাধু ব্যক্তির হাত থেকে বাঁচতে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারলে ভাল হয় বলে মত প্রকাশ করেন।

মোস্তাফিজুর রহমান সাংবাদিক, উপজেলা প্রেসক্লাব বলেন বর্তমান সময়ে সকল সেবা ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রদান করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। সেই সাথে যে সকল সেবা ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রদান করা হয় সেগুলো টিভি ও অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে প্রচার করা গেলে সুবিধা হত । এতে প্রতারকচক্র কোন সুযোগ গ্রহণ করতে পারতো না বলে মনে হয়।

মো: আ: রাজ্জাক চেয়ারম্যান, রৌমারী, ইউনিয়ন পরিষদ বলেন যে, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় বাংলাদেশের জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেয়ার সুযোগ রয়েছে। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় গ্রাম আদালতে বলে কিছু বিচারিক কার্যক্রম চালু রয়েছে। এখানে কিছু

কিছু সময় দেখা যায় যে, গ্রাম আদালত কে অবজ্ঞা করে অনেকে ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে গিয়ে থাকে তবে ম্যাজিষ্ট্রেট আদালত ও গ্রাম আদালতের মধ্যে সমন্বয় করা গেলে অপরাধ প্রবণতা কমে আসবে বলে তিনি মনে করেন।

বীর মুক্তিযোদ্ধা মো: নুর হোসেন জানান যে, স্বাধীনতা অর্জন মূলত সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য। বিভাগীয় প্রশাসন ও জেলা প্রশাসন নয় বরং সকল পর্যায়ের মানুষ বিশেষ করে শ্রমিক পর্যন্ত যদি এ ধরনের সভায় অংশ নিতে পারে তাহলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা দ্রুততম সময়ে হবে বলে আমি মনে করি।

এস.এম রেজাউল করিম, চেয়ারম্যান, দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ বলেন, সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য অংশীজনদের নিয়ে যে সভাগুলো করা হয় সেগুলো থেকে অনেক বিষয় উঠে আসে ও সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এজন্য এই ধরনের সভা গুরুত্ব বহণ করে।

সমাপনী বক্তব্যে সভাপতি বলেন যে, সুশাসন প্রতিষ্ঠা অনেক বড় একটি কর্মযজ্ঞ। সুশাসন প্রতিষ্ঠা শুধুমাত্র সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং সকল অফিস বিশেষ করে বেসরকারি সংস্থাও এর সাথে সম্পৃক্ত। বেসরকারি এনজিও, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদসহ সকল স্তরের সেবা গ্রহীতা ও সেবাদাতাদের এগিয়ে আসতে হবে। দুর্নীতি কমাতে বাংলাদেশ সরকার বর্তমানে ৪৫ টি এ্যাপস চালু করেছেন। এগুলোর উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের সকল জনগন যেন ঘরে বসে সরকারের সকল সেবা পেতে পারে দুর্নীতি মুক্ত অবস্থায়। সকল সরকারি অফিস প্রধান, কর্মকর্তা/কর্মচারীর উচিত সময়মত অফিসে আসা এবং দুর্নীতিমুক্তভাবে কাজ করা। তাহলেই সুশাসন প্রতিষ্ঠা হবে বলে তিনি মনে করেন।

০২। সভায় উপস্থিত সদস্যগণকে তাদের কার্যালয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত চলমান কর্মসূচির তথ্যাদি জানতে চাওয়া হলে সদস্যগণ স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানে চলমান কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করেন এবং এ বিষয়ে তাদের সুচিন্তিত মতামত উপস্থাপন করেন। অতঃপর সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্রঃ নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	স্ব স্ব দপ্তরে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন ও দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রম জোড়দারকরণ:	স্ব স্ব দপ্তরের শুদ্ধাচার কৌশল সফলভাবে বাস্তবায়নের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। শুদ্ধাচার কৌশল ২০২৩-২৪ এর সফল বাস্তবায়নে বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রংপুর কর্তৃক সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করা হবে বলে সভায় জানানো হয়। এছাড়া দুর্নীতি বিষয়ে সহায়ক কার্যক্রম সমূহের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	স্ব স্ব দপ্তরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ বাস্তবায়ন এবং ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল), রংপুর বিভাগ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), রংপুর বিভাগ ও সিনিয়র সহকারী কমিশনার (আইসিটি শাখা) বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রংপুর।

০২	নৈতিকতা কমিটি শক্তিশালীকরণ:	নৈতিকতা কমিটি শক্তিশালীকরণ বিষয়ে আলোচনা হয়। মাঠ প্রশাসনে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এই কমিটি কিভাবে দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক ভুমিকা পালন করতে পারে এবং সেবা প্রদানকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা হয়।	নিয়মিত নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন করতে হবে, এবং সভার কার্যবিবরণী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল), রংপুর বিভাগ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) রংপুর বিভাগ।
০৩	সেবা সহজীকরণ:	সেবাগ্রহীতাদের প্রতি সদাচরণসহ প্রত্যাশানুযায়ী সেবা সহজীকরণ নিশ্চিতকরণের উপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	১। সেবা প্রদানে অনলাইন সিস্টেমের ব্যবহার বাড়িয়ে সেবা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২। সেবার মান বৃদ্ধির কার্যক্রমে গতিশীলতা আনতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল) রংপুর বিভাগ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) রংপুর বিভাগ।
০৪	সেবাপ্রদান প্রতিশ্রুতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	সভায় স্ব-স্ব কার্যালয়ে সেবাপ্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen Charter) প্রণয়ন করে ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ অব্যাহত রাখার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়। সেবাদান প্রতিশ্রুতি স্ব স্ব কার্যালয়ের জনসম্মুখে ও দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শনের ব্যবস্থাকরণসহ ওয়েব পোর্টালে আপলোড করার জন্যও অনুরোধ করা হয়।	সেবাপ্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen Charter) প্রণয়নপূর্বক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করতে হবে এবং সেবাপ্রদান প্রতিশ্রুতি/ Citizen Charter) স্ব স্ব কার্যালয়ের জনসম্মুখে ও দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শনের ব্যবস্থা এবং ওয়েব পোর্টালে আপলোড করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল) রংপুর বিভাগ। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) রংপুর বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রধান
০৫	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়ন:	সরকারি দপ্তরসমূহে কোন ব্যক্তি কিভাবে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ মোতাবেক তথ্য পাবেন সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়। তাছাড়া তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা, আপিল কর্মকর্তার করনীয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। সরকারি সকল দপ্তরের প্রত্যেক দপ্তর তাদের তথ্য বাতায়ন (ওয়েব পোর্টাল) হালনাগাদকরণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	১। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ মোতাবেক তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা ও আপিল কর্মকর্তা নিয়মিতভাবে তথ্য প্রদান করবেন। ২। প্রত্যেক দপ্তর তাদের ওয়েব পোর্টাল হালনাগাদ করবেন।	জেলা প্রশাসক (সকল) রংপুর বিভাগ/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) রংপুর বিভাগ।
০৬	কর্মপরিবেশ উন্নয়ন	বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় ও স্ব স্ব কার্যালয়ে কর্মপরিবেশ উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম যেমন টিওএন্ডইভূক্ত অকেজো মালামাল নিষ্পত্তিকরণ / নথি বিনষ্টকরণ/পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি /মহিলাদের জন্য পৃথক ওয়াশরুমের ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন।	স্ব স্ব কার্যালয়ে কর্মপরিবেশ উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম যেমন টিওএন্ডইভূক্ত অকেজো মালামাল নিষ্পত্তিকরণ / নথি বিনষ্টকরণ/পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি /মহিলাদের জন্য পৃথক ওয়াশরুমের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল), রংপুর বিভাগ/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), রংপুর বিভাগ
০৭	অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা আয়োজন:	স্থানীয় পর্যায়ে কর্মকর্তা, রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক ও সুধীজনদের সমন্বয়ে সভা আয়োজন করার বিষয়ে আলোচনা হয়।	অংশীজনদের নিয়ে নিয়মিত সভা আয়োজন করতে হবে এবং প্রতি ত্রৈমাসিকে সভার কার্যবিবরণী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল), রংপুর বিভাগ, রংপুর। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), রংপুর বিভাগ

পরিশেষে সভাপতি দুর্নীতি প্রতিরোধে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সকলকে সচেষ্ট হওয়ার আহ্বান জানান। অত:পর আর কোন আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলের সম্মতিক্রমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মো: হাবিবুর রহমান
বিভাগীয় কমিশনার

স্মারক নম্বর: ০৫.৪৭.০০০০.০০৫.০৬.০০৬.২২.৫৭২

তারিখ: ১১ পৌষ ১৪৩০
২৬ ডিসেম্বর ২০২৩

বিতরণ:

১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২) সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩) অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক)/(রাজস্ব), রংপুর বিভাগ, রংপুর।
৪) পরিচালক, স্থানীয় সরকার, রংপুর বিভাগ, , রংপুর।
৫) জেলা প্রশাসক (সকল), রংপুর বিভাগ
৬) উপজেলা নির্বাহী অফিসার .....(সকল), রংপুর বিভাগ, রংপুর।
৭) বিভাগীয় কমিশনারের একান্ত সচিব, রংপুর বিভাগ, রংপুর (বিভাগীয় কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

মো: হাবিবুর রহমান
বিভাগীয় কমিশনার